মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সংখ্যা ঃ ৮৩ বর্ষঃ ১১ জানুয়ারি ২০১৬

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে ২য় ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ সকাল ১০টায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে ২য় ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে সভাপতিত্ব করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান। মহাপরিচালক মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, আধুনিক প্রযুক্তির অতিমাত্রায় ব্যবহারের ফলে গোটা বিশ্বে মাদকের ট্রেন্ড পরিবর্তিত হয়েছে। চোরাচালান পদ্ধতিতেও সংযোজিত হয়েছে নতুন কৌশল। সেজন্য মাদক অপরাধ দমনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকেও যুগোপযোগী ও আধুনিক কৌশল রপ্ত করতে হবে। অধিদপ্তরের কর্মকান্ডকে আরো দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তরের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নিকট থেকে আরো বেশি কর্মস্পৃহা প্রদর্শনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

০৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব আমীর হোসেন ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন সম্প্রতি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নতুন সাংগঠনিক কাঠামো বাস্তবায়িত হয়েছে, জেলা পর্যায়ে নতুন অফিস স্থাপিত হয়েছে এবং অনেকাংশে জনবল প্রদায়ন করা হয়েছে। তিনি নতুন সাংগঠনিক কাঠামো বাস্তাবায়নের সুফল দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে সকলকে নতুন উদ্যমে কাজ করার তাগিদ প্রদান করেন।

মাদকদ্রব্য ধ্বংসকরণ অনুষ্ঠান

চট্টগ্রামে গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড কর্তৃক আয়োজিত মাদকদ্রব্য ধ্বংসকরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান

থার্টিফাস্ট নাইট উপলক্ষে প্রেস কনফারেন্স

থার্টিফাস্ট নাইট (৩১ ডিসেম্বর ২০১৫) উপলক্ষে রাজধানী ঢাকাকে নিরাপদ ও মাদকমুক্ত রাখতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মসূচীর বিষয়ে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্স

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দেশে মাদকের চাহিদা হ্রাসের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে যেসব জনসচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয় তন্মধ্যে সেমিনার, ওয়ার্কসপ, মাদকবিরোধী শর্ট ফিল্ম/ ডকুমেন্টারী *পরবর্তী অংশ পৃষ্ঠা-২*

প্রদর্শন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণী বক্তৃতা ও মাদকবিরোধী কমিটি গঠন উল্লেখযোগ্য। ডিসেম্বর'২০১৫ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

মাদকবিরোধী আলোচনা সভা	৯৪ টি স্থান
শ্রেণী কক্ষে বক্তৃতা	৪৫ টি স্থান
পোষ্টার/লিফলেট বিতরণ	৯৫ টি স্থান
শর্টফিল্ম/ডকুমেন্টারী প্রদর্শন	১৪ টি স্থান
সেমিনার ওয়ার্কসপ	০০ টি স্থান
মাইকিং	৩০ টি স্থান

ডিসেম্বর/২০১৫ মাসে দেশব্যাপী মোট ২৭৮ টি মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণী বক্তৃতা হয়েছে ৪৫ টি।

মাদকবিরোধী সচেতনাতমূলক কার্যক্রমের কিছু আলোকচিত্র

ডিসেম্বর মাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণী বক্তৃতা হয় ৪৫টি স্থানে। পটুয়াখালী, কক্সবাজার, টাঙ্গাইল জেলার কার্যক্রমের কয়েকটি আলোকচিত্র।

১০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে বদরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পটুয়াখালী, মাদকবিরোধী শ্রেণী বক্তৃতা

০৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পটুয়াখালীতে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা

১৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে কক্সবাজার, ঝাউতলা এলাকায় মাদকবিরোধী চলচ্চিত্র প্রদর্শন করান মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, উপ-পরিদর্শক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কক্সবাজার

০৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে টাংগাইল, কালিহাতী এলাকায় মাদকবিরোধী পথসভা ও লিফলেট বিতরণ করেন আব্দুল্লাহ আল মামুন, পরিদর্শক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, টাংগাইল

মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

উপদেষ্টা : **খন্দকার রাকিবুর রহমান**
মহাপরিচালক

সম্পাদক : **নাজমুল আহসান মজুমদার**
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক : **মোহাম্মদ রুহুল আমিন**
সহকারী পরিচালক (গ: প্র:)

- সংখ্যা : ৮৩
- বর্ষ : ১১ম
- জানুয়ারি-২০১৬

অপারেশনাল কার্যক্রম

হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর

৪ কেজি কোকেনসহ গ্রেফতার ১

হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে কোকেনসহ গ্রেফতারকৃত স্পানিস নাগরিক

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি বিশেষ দল গত ০৮ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ ১৮:২০ ঘটিকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালক অপারেশনস জনাব সৈয়দ তৌফিক উদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে, অতিরিক্ত পরিচালক জনাব গোলাম কিবরিয়া,উপপরিচালক জনাব মুকুল জ্যোতি চাকমা, সহকারী পরিচালক জনাব খোরশিদ আলম (উত্তর), জনাব মোহাম্মদ সামছুল আলম (দক্ষিণ),পরিদর্শক বিমান বন্দর,উত্তরা ও লালবাগসার্কেলের সমন্বয়ে গঠিত রেইডিং টিম হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে CHIAS ESPEJO JULIAN (47), Passport No.PAB534831 নামীয় একজন স্পানিস নাগরিককে ৩ (তিন) কেজি কোকেনসহ গ্রেফতার করে। উদ্ধারকৃত কোকেন আসামীর বহনকৃত লাগেজের ওপরের এবং নিচের কাভারের ভিতর বিশেষভাবে তৈরিকৃত চেম্বার হতে জব্দ করা হয়। আসামী এমিরেটস এয়ার ওয়েজ এর EK0586 নং ফ্লাইটে ১৭: ৫৫ মিনিটে ঢাকায় অবতরণ করে।

গোপন তথ্যে জানা যায়, তিনি আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের একজন সক্রিয় সদস্য। এ চক্রটি বাংলাদেশকে কোকেন পাচারের ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে মর্মে জানা যায়। অভিযানে ইমিগ্রেশন পুলিশ, এপিবিএন, এনএসআই এবং কাস্টস এর কর্মকর্তাগণ সার্বিক সহযোগিতা করেন। এ বিষয়ে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন,১৯৯০ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় বিমানবন্দর থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আইন আদালত (ডিসেম্বর'১৫)

উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	রায় ঘোষিত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা
ঢাকা মেট্রো: উপ-অঞ্চল	১১৪	১২৭	২১	১৭	১৭
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, ঢাকা	৩	৩	২	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, নারায়নগঞ্জ	১৪	১৪	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, গাজীপুর	১৩	১৭	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, নরসিংগী	১৬	১৬	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, মুন্সিগঞ্জ	৩	৪	৩	১	১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, মানিকগঞ্জ	৯	৯	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, ময়মনসিংহ	৩০	৩১	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, কিশোরগঞ্জ	৯	৯	৪	৩	৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, নেত্রকোনা	১৪	১৪	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, টাংগাইল	১১	১১	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, জামালপুর	১০	৮	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, শেরপুর	১০	১০	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, ফরিদপুর	১৩	১৩	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, গোপালগঞ্জ	০	০	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, মাদারীপুর	১	১	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, শরিয়তপুর	০	০	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, রাজবাড়ী	৮	৮	০	০	০
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	২	৪	০	০	০
চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	৩১	৪৬	২	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, চট্টগ্রাম	৫	৫	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, কক্সবাজার	১১	১০	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, নোয়াখালী	১২	১২	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, ফেনী	১	১	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, লক্ষীপুর	৫	৫	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, কুমিল্লা	১০	৮	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, চাঁদপুর	১১	১১	৩	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৮	২৩	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, বান্দরবন	৩	১	০	০	০

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, রাংগামাটি	২	১	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, খাগড়াছড়ি	১	০	০	০	০
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	৯	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, রাজশাহী	২৬	২৭	২	১	১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, নওগাঁ	১৭	২২	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৩	১৫	৭	১	১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, নাটোর	১২	১১	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, পাবনা	১০	১১	৩	৩	৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, সিরাজগঞ্জ	১০	১১	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, বগুড়া	৪০	৪৩	৫	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, জয়পুরহাট	১০	১০	০	০	০
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৩	৩	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, রংপুর	২৭	২৭	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, কুড়িগ্রাম	২	২	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, দিনাজপুর	১৩	১৪	২	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, গাইবান্ধা	১৬	১৬	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, লালমনিরহাট	১৮	২১	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, নীলফামারী	৮	৮	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, ঠাকুরগাঁও	৪	৪	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, পঞ্চগড়	০	০	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, খুলনা	১৯	১৯	১	১	১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, সাতক্ষীরা	৮	৮	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, বাগেরহাট	৭	৭	২	১	১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, যশোর	২৫	২৮	২	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, নড়াইল	৬	৬	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, মাগুরা	২	২	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, কুষ্টিয়া	৭	৭	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, মেহেরপুর	২	২	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, চুয়াডাংগা	১০	১২	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, ঝিনাইদহ	৯	৯	০	০	০
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৫	৫	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, বরিশাল	৬	৬	৭	৫	৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, ঝালকাঠী	২	৩	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, পিরোজপুর	২	২	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, বরগুনা	০	০	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, পটুয়াখালী	২	২	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, ভোলা	০	০	০	০	০
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বরিশাল গোয়েন্দা অঞ্চল	০	০	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, সিলেট	১৪	১৪	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, সুনামগঞ্জ	১৩	১৩	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, মৌলভীবাজার	১৫	১৫	১	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, হবিগঞ্জ	৮	৮	০	০	০
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সিলেট গোয়েন্দা অঞ্চল	০	০	০	০	০
মোট :	৭৮৯	৮৪৪	৬৭	৩৫	৩৭

মামলার পরিসংখ্যান (ডিসেম্বর'১৫)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ডিসেম্বর'১৫ মাসে উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য, দায়েরকৃত মামলা ও মামলাসমূহে অর্ন্তভূক্ত আসামীর সংখ্যা নিম্নরূপঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	২৫	২৭	০.৭ কেজি
কোকেন	১	১	৩ কেজি
গাঁজা	৪২৮	৪৩৯	৩০৬.৩০৯ কেজি
গাঁজা গাছ	১	১	১ টি
অবৈধ চোলাই মদ	৭৬	৭৮	৯৬৬৭৭৫ লিটার
দেশী মদ	৬	৮	৭.২৫ লিটার
বিদেশী মদ	১	১	১০০ লিটার
বিদেশী মদ	১৪	২২	১৯৩ বোতল
বিয়ার	৩	৪	২৪৯ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৩	৩	৭৮ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৩	৩	৬৯ লিটার
কোডিন মিশ্রিত (ফেনসিডিল)	৪২	৫০	২৭৮৭ বোতল
তাড়ী (টোডি)	১০	১০	৩৮৫ লিটার
পচুঁই	১৭	১৫	১৫৬৩ লিটার
বুপ্রেনরফিন(টিডি জেসিক ইনঃ)	২	২	৩০৬ এ্যাম্পুল
ডায়াজিপাম	১	১	২০ টি
ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	৮	৭	৭৮৪৫ লিটার
ইয়াবা ট্যাবলেট	১২৮	১৫১	১৩৭৫২৬ টি
লুপিজেসিক ইনজেকশন	৭	৯	৩৯১৫ এ্যাম্পুল
ভায়াগ্রা/সানাগ্রা ট্যাবলেট			
টলুইন			
মুলি	১	০	৩০০ পিচ
নগদ অর্থ			১২২১৯৪ টাকা
অপিয়েট মিশ্রিত ড্রিংক্স	৮	৮	১১৮৭ বোতল
এনার্জি ড্রিংস (ইত্যাদি)	২	২	৩৩০ বোতল

বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	১	১	১৬ এ্যাম্পুল
ভারতীয় বিড়ি	১	১	২৮০ পিচ
আইকন এক্স পি			৭ বোতল
কভার্ড ভ্যান			১ টি
বাস			১ টি
প্রাইভেট কার			১ টি
মোটর সাইকেল			৬ টি
ট্রাক			৩ টি
মোবাইল সেট			১০ টি
বেবী টেক্সি			১ টি
বাইসাইকেল			১ টি
মাইক্রোবাস			১ টি
মোটঃ			

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

মোবাইল কোর্ট

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নভেম্বর-ডিসেম্বর'১৫ মাস পর্যন্ত অভিযান, মামলা, আসামীর সংখ্যাসহ জরিমানা আদায়ের বিবরণ নিম্নরুপ:

মাসের নাম	অভিযানের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	দন্ডিত আসামীর সংখ্যা		জরিমানা আদায়
			কারাদন্ড	অর্থদন্ড	
ডিসেম্বর' ১৫	১১৬৫	৫৬৬	৪১২	১৬৩	৩৯৭৪০০/-

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম (ডিসেম্বর'-১৫)

সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাসিক প্রতিবেদন

কেন্দ্রের নাম	চিকিৎসা সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা							মন্তব্য
	আন্ত:বিভাগ		বহি:বিভাগ		মোট	নতুন	পুরাতন	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা				
সিটিসি,ঢাকা	৫১	০	২১৬	১	২৬৮	১৬৬	১০২	
আরসিটি,চট্টগ্রাম	৫	০	৭	০	১২	১২	০	
আরসিটি,খুলনা	০	০	২	০	২	০	২	
আরসিটি, রাজশাহী	০	-	০	০	০	০	০	ডাক্তার না থাকায় চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধ।
রাজশাহী জেল হাসপাতাল	৪০	০	৩৩৭	০	৩৭৭	২৫১	১২৬	
কুমিল্লা জেল হাসপাতাল	১৩	০	৬১	৩	৭৭	৪৩	৩৪	
যশোর জেল হাসপাতাল	১৭৫	০	৮৪	০	২৫৯	১৮৫	৭৪	
মোট	২৮৪	০	৭০৭	৪	৯৯২	৬৫৪	৩৩৮	

বেসরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময়/পুনর্বাসন কেন্দ্রের ডিসেম্বর মাসের প্রতিবেদন

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস/ মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল	কেন্দ্রের মোট সংখ্যা	কেন্দ্রসমূহের মোট বেড সংখ্যা	প্রতিবেদন প্রাপ্ত কেন্দ্রের সংখ্যা	বিগত মাস থেকে আগত রোগীর সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে কেন্দ্রে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
ঢাকা মেট্রোঃ উপ অঞ্চল	৩৬	৫৩৫	৩৩	৩৯২	১৬৯
ঢাকা জেলা	৮	৮০	৩	৫০	১২
নারায়নগঞ্জ	৪	১০	০	০	০
মানিকগঞ্জ	২	২০	০	০	০
গাজীপুর	৯	৯০	০	০	০
ময়মনসিংহ	৭	৭০	০	৩৮	১৭
নেত্রকোনা	১	১০	০	০	০
টাংগাইল	২	২০	০	১৯	৮
জামালপুর	৩	৩০	০	০	০
ফরিদপুর	৩	৩০	১	১২	১৯
নরসিংদী	১	১০	০	০	০
কিশোরগঞ্জ	২	২০		০	০
চট্টগ্রাম মেট্রো	১১	১৪০	৮	৮৩	৩০
চট্টগ্রাম জেলা	১	১০	০	০	০
ফেনী	৪	৪০	৪	৩৪	১১
কুমিল্লা	৬	৬০	৫	৫০	৪০
রাজশাহী	৪	৫০	৩	৩৯	২৬
বগুড়া	৯	৯০	৯	৭১	৪৫
জয়পুরহাট	৩	৩০	৩	২৬	১৬
পাবনা	১	১০	০	০	০
নওগাঁ	৫	৫০	০	০	০
খুলনা	৪	৫৫	৪	৪০	২২

কুষ্টিয়া	২	২০	১	২৬	৫
যশোর	১	১০	১	১৮	৫
চুয়াডাঙ্গা	১	১০	০	০	০
সাতক্ষীরা	১	১০	০	০	০
বরিশাল	১	১০	০	৯	৩
সিলেট	৮	৯০	৫	৬০	৩২
হবিগঞ্জ	১	১০	০	০	০
মৌলভী বাজার	২	২০	২	০	০
রংপুর	৪	৪০	৪	০	০
দিনাজপুর	২	২০	০	২৬	১২
মোট	১৪৯	১৭০০	৪৯	৯৯৩	৪৭২

যে সকল জেলায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত নিরাময়/পুনর্বাসন কেন্দ্র নেই

ঢাকা বিভাগ:
মুন্সীগঞ্জ, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ।

চট্টগ্রাম বিভাগ:
কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, লক্ষীপুর ।

রাজশাহী বিভাগ:
নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ।

খুলনা বিভাগ:
বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ।

বরিশাল বিভাগ:
পিরোজপুর, ঝালকাঠী, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা ।

সিলেট বিভাগ:
সুনামগঞ্জ ।

রংপুর বিভাগ:
গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ।

বেসরকারি নিরাময়/পুনর্বাসন কেন্দ্রের রোগীদের মাদকাসক্তির পরিসংখ্যান (ডিসেম্বর'১৫)

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস/ মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল	বিবেচ্য মাসে ভর্তি রোগীদের মাদক ভিত্তিক আসক্তির সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে ছাড়কৃত রোগীর সংখ্যা
ঢাকা মেট্রোঃ উপ অঞ্চল	হেরোইন-২০,গাঁজা-৩৯,ফেন্সিডিল-২০,ইয়াবা-৮০,অন্যান্য-১০	১৭১
ঢাকা জেলা	হেরোইন-১, গাঁজা-৫, ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-১৬, অন্যান্য-	১৭
নারায়নগঞ্জ	০	০
মানিকগঞ্জ	০	০
গাজীপুর	০	০
ময়মনসিংহ	হেরোইন-৫, গাঁজা-৩,ফেন্সিডিল-৫, ইয়াবা-৪, অন্যান্য-	১৫
নেত্রকোনা	০	০
টাংগাইল	হেরোইন-২, গাঁজা-১, ফেন্সিডিল-১,ইয়াবা-৪, অন্যান্য-	০
জামালপুর	০	০
ফরিদপুর	হেরোইন-২, গাঁজা-১১,ফেন্সিডিল-০ ইয়াবা-২, অন্যান্য-৪	১০
নরসিংদী	০	০
কিশোরগঞ্জ	০	০
চট্টগ্রাম মেট্রো	হেরোইন-২, গাঁজা-৭,ফেন্সিডিল-২, ইয়াবা-১৭, অন্যান্য-২ ।	৩১
চট্টগ্রাম জেলা	০	০
ফেনী	হেরোইন-০, গাঁজা-৩,ফেন্সিডিল-১, ইয়াবা-৭, অন্যান্য-০ ।	১১
কুমিল্লা	হেরোইন-৪, গাঁজা-১২,ফেন্সিডিল-৬, ইয়াবা-১৮, অন্যান্য-০ ।	৪০
রাজশাহী	হেরোইন-৭, গাঁজা-৬, ফেন্সিডিল-২, ইয়াবা-৯, অন্যান্য-২ ।	৩২
বগুড়া	হেরোইন-২২,গাঁজা-১০,ফেন্সিডিল-৩ ইয়াবা-৮,অন্যান্য-২ ।	৪৫
জয়পুরহাট	হেরোইন-৪, গাঁজা-৪, ফেন্সিডিল-৩, ইয়াবা-৫, অন্যান্য-০ ।	১২
পাবনা	-	০
নওগাঁ	০	০
খুলনা	হেরোইন-২,গাঁজা-৭,ফেন্সিডিল-৩,ইয়াবা-৭,অন্যান্য-২ ।	২৫
কুষ্টিয়া	হেরোইন-২, গাঁজা-১,ফেন্সিডিল-১, ইয়াবা-১, অন্যান্য-০ ।	৪
যশোর	হেরোইন-১, গাঁজা-২,ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-২, অন্যান্য-	৫
চুয়াডাঙ্গা	০	০
সাতক্ষীরা	০	০
বরিশাল	হেরোইন-০, গাঁজা-০,ফেন্সিডিল-২, ইয়াবা-১, অন্যান্য-০ ।	৩
সিলেট	হেরোইন-৭, গাঁজা-৯,ফেন্সিডিল-৬, ইয়াবা-৫, অন্যান্য-৫ ।	৩২
হবিগঞ্জ	০	০
মৌলভী বাজার	হেরোইন-০, গাঁজা-০,ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-০, অন্যান্য-০ ।	০
রংপুর	হেরোইন-০, গাঁজা-১০,ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-০, অন্যান্য-০ ।	০
দিনাজপুর	হেরোইন-১, গাঁজা-৬,ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-২, অন্যান্য-৩ ।	১৬
মোট	**হেরোইন-৭৫, গাঁজা-১০৭, ইয়াবা-২০৭, ফেন্সিডিল-৬১, অন্যান্য-৩৭**	৪৬৯

প্রশাসন অধিশাখার কার্যক্রম

রাজস্ব আদায়

মদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেটিক্যালসের মাধ্যমে আমদানি, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকেও রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে ডিসেম্বর'২০১৪ এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০১৫ সাল পর্যন্ত মাসভিত্তিক আদায়কৃত রাজস্বের তুলনামুলক বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃনং	অঞ্চলের নাম	ডিসেম্বর'২০১৪	ডিসেম্বর'২০১৫
১।	ঢাকা অঞ্চল	১০২৪৪২০৪/-	১০৩৩৬০৬৭/-
২।	সিলেট অঞ্চল	৩৭৮৬০৭২/-	৩৭৯২১৫৬/-
৩।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৪৭৭৫০১৬/-	৪১৭০৯৩৮/-
৪।	খুলনা অঞ্চল	৩৩৯৩৯২৫৪/-	২৫৭০৫৪১৪/-
৫।	বরিশাল অঞ্চল	৪১০৬৪০/-	৩১০৬৮০/-
৬।	রাজশাহী অঞ্চল	৫০৭২৬২৬/-	৭৯১৮৩৭৫/-
	মোট	৫৮২২৭৮১২/-	৫২২৩৩৬৩০/-

অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুরঃ

নাম/ পদবী/ কর্মস্থল	সময়সীমা
জনাব মোঃ সলিমুল্লাহ সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, ঠাকুরগাঁও	৩১/১২/২০১৫-৩০/১২/২০১৬
জনাব আব্দুল হান্নান প্রসিকিউটর (ভারপ্রাপ্ত) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো: উপ অঞ্চল	১০/১২/২০১৫-০৯/১২/২০১৬
জনাব মোঃ মনসুর আলী সরদার অফিস সহায়ক জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, পাবনা	২৫/১২/২০১৫-২৪/১২/২০১৬

মাসিক বুলেটিনে মতামত আহ্বান করা হচ্ছে

অধিদপ্তর থেকে প্রতিমাসে বুলেটিন প্রকাশ করা হয়। যা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটসহ বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হচ্ছে। বুলেটিন সম্পর্কে আপনার যে কোন মূল্যবান মতামত/মন্তব্য, তথ্য, বক্তব্য, প্রতিবেদন, ছবি ইত্যাদি প্রেরণ করলে তা প্রকাশের জন্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য **যোগাযোগ করুন : ০১৭০৮-৯০৪০২৭**

মাদকবিরোধী কয়েকটি প্রচারাভিযানের সংবাদচিত্র

মাদকবিরোধী বক্তব্য ও লিফলেট বিতরণ

২১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে নিউমার্কেট থানাধীন বাবুপুরা বস্তিতে মাদকবিরোধী বক্তব্য ও লিফলেট বিতরণ করেন ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের সহকারী পরিচালক জনাব মো. খোরশিদ আলম

১০ ডিসেম্বর ২০১৫ কলাবাগান থানাধীন মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ

মাদকবিরোধী মাইকিং

১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মোহাম্মদপুর থানার বেড়িবাঁধ এলাকায় মাদকবিরোধী মাইকিং করা হয়

ওরাও পারবে

রেজাউল করিম (কাউন্সেলর)
ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোর।

একজন মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ ভোগ করার অধিকার সবারই আছে। প্রত্যেক মানুষই চায় তার স্বপ্নের মত করে বাঁচতে। মানুষ হিসেবে আমাদের উচিত প্রথমে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য পালন, নিজের প্রতি কর্তব্য পালন এবং অপরের প্রতি কর্তব্য পালন করা। কিন্তু কিছু কারণে হয়না সুন্দর স্বপ্ন দেখা, ভুলে যায় নিজের কর্তব্যকে। সমাজ সংসার থেকে বিচ্যুত করে দেয়ার মত অনেক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে মাদক অন্যতম। মাদকের অপব্যবহারকারীর চূড়ান্ত পরিণতি অকাল মৃত্যু। একজন মানুষ মাদকাসক্ত হওয়ার পেছনে কেবলমাত্র সেই দায়ী নয়। তার পরিবার, আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সমাজ, এমন কি তার পূর্বপুরুষরাও দায়ী হতে পারে। একজন শিশু যখন পরিবারে বেড়ে উঠে তখন সে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কথাবার্তা, চালচলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি রপ্ত করতে শিখে। পরিবারের কোন ব্যক্তি যদি ধূমপান/মাদক গ্রহণ করে তাহলে ছোট শিশুটিও তা অনুকরণ করতে পারে। তাছাড়া প্রায়ই যদি শিশুকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, অপমান, মারধর ইত্যাদি করা হয় তাহলে সে আস্তে আস্তে পরিবার থেকে দূরে সরে যায়। এরপর সে খারাপ সঙ্গ এবং খারাপ পরিবেশে মিশতে শুরু করে। তখন সে অন্যের অনুপ্রেরণায় কষ্টকে দূর করার জন্য মাদকে টান দেয়। আবার অনেকে কৌতুহলবশত: মাদক গ্রহণ শুরু করে। এভাবে ক্রমাগত মাদক গ্রহণের ফলে সে এক সময় মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। তখন সে হয়ে পড়ে মাদকের কাছে অসহায়, পরিবার ও সমাজের কাছে বোঝা। এমতাবস্থায় সে না পারে মাদক ছাড়তে, না পারে পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে। যার ফলে শেষ হতে থাকে তার এক একটি স্বপ্ন। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়। ফিরিয়ে দেয়া যায় তার স্বপ্নকে, স্বপ্ন দেখাকে। প্রয়োজন পরিবার, আত্নীয়-স্বজন ও সমাজকর্মীদের সৎ ইচ্ছা। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি পাগল নয়। তার সুস্থ হওয়ার জন্য প্রয়োজন সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ। মাদকাসক্ত বলে তাদেরকে সমাজের আগাছা মনে করে দূরে ঠেলে দিবেন না। ওরাও বাঁচতে চায়, মাদকমুক্ত হতে চায়। কিন্তু মাদক ওদেরকে দিনের পর দিন এমনভাবে গ্রাস করেছে যে, মাদকই এখন ওদের নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই আমাদের প্রয়োজন কোন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনবার্সন কেন্দ্রে রেখে মাদকমুক্ত হওয়ার প্রোগ্রামের আওতায় নিয়ে আসা এবং পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দূর করার জন্য ডাক্তার ও কাউন্সেলরের মাধ্যমে সঠিক চিকিৎসা দেয়া। ওরা আমারই ভাই বা বোন, নয়তো পরিবারের একজন অথবা সমাজের একজন সদস্য। ওদেরও স্বপ্ন আছে। ওরাও পারবে নিজেকে বদলে নিতে। পরিবার, সমাজ ও দেশকে ভাল কিছু উপহার দিতে। প্রয়োজন আমাদের একটু সহানুভূতি ও সুদৃষ্টি।

কেস হিস্ট্রি

আকরাম হোসেন (কেস ম্যানেজার)
ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোর।

নাম : মো: সাফোওয়ান সাজিদ (প্রকৃত নাম নয়) আই,ডি নং-১২৮, ঠিকানা-জীবন নগর, চুয়াডাঙ্গা। বয়স-৩৮ বছর। জনাব সাজিদ তিন ভাইবোনের মধ্যে সে ছোট এবং খুব আদরের ছিলো। পরিবারের সকলেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল, সেই দিক চিন্তা করে তার ইচ্ছা ছিল উচ্চ শিক্ষা নিয়ে ভাল চাকরি করার। ১৯৯৫ সালে সে কলেজে অধ্যায়ন করে এবং কিছু নতুন বন্ধু তৈরি হয় যারা ফেন্সিডিলের নেশায় আসক্ত ছিল। এক সময় তাদের সাথে মিশে সেও ফেন্সিডিল খাওয়া শুরু করে, পাশাপাশি হেরোইন চলতে থাকে। ১৯৯৫ সালে সে এইচ. এস. সি পাস করে (নেশাযুক্ত অবস্থায়)। উক্ত সময় তার এক মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে, মেয়েটি বিবাহের জন্য চাপ সৃষ্টি করলে সাজিদ তাকে হটাৎ বিয়ে করে ফেলে। পরিবার এই বিয়ে মেনে নেয়নি ফলে। সমস্যা আরও তরান্বিত হতে থাকে। বিভিন্নভাবে সে নিজে নিজে নেশা ছাড়ার চেষ্টা বা পরিকল্পনা করে। কিন্তু কোন ফল হয়না। ২ বৎসর হেরোইন সেবনের পর কোনোভাবে জানতে পারে টিভিজেসিক ইনজেকসনের মাধ্যমে হেরোইন ছাড়া যায়, এই প্রক্রিয়ায় হেরোইন ছাড়তে গিয়ে নতুন করে ইনজেকসনের মধ্যে সিডিল, ইজিয়াম, এ্যাভিল শিরার মাধ্যমে (ককটেল করে) নেওয়া শুরু হয়। এইভাবে নেশা করার ফলে তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অবনতি হতে থাকে। শরীর ও মনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং অনুভূতি প্রকাশ বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তার প্রতি পরিবারের বিশ্বাস শূন্যের কোঠায় নেমে আসে, টাকা পয়সা দেওয়া বন্ধ করে দেয় এমনকি কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছিলো। এরইমধ্যে তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং তাকে ছেড়ে বাবার বাড়ীতে চলে যায়। শুধুমাত্র নেশার টাকা যোগাড় করার জন্য সে অনেক অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সমাজের নিচু শ্রেণীর মানুষের সাথে শুরু হয় বন্ধুত্ব। ভাল বন্ধুরা সবাই এড়িয়ে চলতে লাগল। ২০০০ সালে বড় ভাইয়ের সাহায্যে ঢাকায় ২বার ডাক্তারি চিকিৎসা করানো হয় এবং এ পর্যায়ে ২বার ভাল চাকরির ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু কোনটাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অবশেষে ১০ জুলাই ২০১৩ সালে বড় ভাইবোনের সহযোগিতায় ঢাকা আহছানিয়া মিশন (আমিক) যশোর সেন্টারে ৬মাস মেয়াদি চিকিৎসা গ্রহণ করে। কিন্তু দু:খের বিষয় চিকিৎসা মেয়াদ ৫মাস চলাকালীন সময় তার পিতা মারা যান। সেন্টার থেকে ছুটি নিয়ে নিজ বাড়িতে যায় এবং বাবার দাফনে অংশগ্রহণ করে। চিকিৎসা মেয়াদ সম্পূর্ণ করার জন্য কেন্দ্রে ফিরে আসে। চিকিৎসা মেয়াদ ৬মাস হওয়ার পর সে ৩মাস ফলো আপ চিকিৎসা গ্রহণ করে। ৯মাস চিকিৎসা নেওয়ার পর জীবন গঠনের তাগিদ সৃষ্টি হয়। তখন কেন্দ্রের কাউন্সিলর ও সেন্টার ম্যানেজার-এর সহযোগিতায় আমিক যশোর কেন্দ্রে ফ্রি সার্ভিস দিতে থাকে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি তার রিকভারী জীবনকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে বলে তার বিশ্বাস। গত ১বছর ৬মাস যাবত তিনি প্রোগ্রামএ্যাসিসটেন্ট পদে কর্মরত। (সংক্ষেপিত)

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন : ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স : ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল : dgdncbd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.dnc.gov.com
মুদ্রণে : বর্ষা (প্রাঃ) লিঃ, ৮/৩ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫, ফোন : ০২-৫৮৬১৭১৫৮, ০১৭১৬-০৮৯২৭৬।